R. N. No. 2532/57

Regd. No. C. 853

টেলিফোন ঃ ৩৪-৯৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

খেতে ভাল ফোন—২৩
★ মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
★ রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)
ট্রানজিট গোডাউন
ডোলকোলা (ফোন—৩৫)

৬০শ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৫ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
২২শে আগষ্ট, ১৯৭৩

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের প্রশাসন দুর্বল ?

অর্জ্জুনপুর (ফরাক্কা)—বাইরে থেকে ফরাক্কার আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভাল ঠেকলেও সরকারীভাবে কোন তদন্ত সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করালে কিছু কিছু তথ্য পাবার অবকাশ থাকতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। এর মধ্যে আছে অফিসে কাজে হাজিরা, কর্ম্মস্থলে উপস্থিতি ও নির্গমন, ওভারটাইম (কাজ না করেও কি ? কেন না যেখানে বাড়তি ঘোষিত হবার কথা কাজ অভাবে, সেখানে ওভার টাইম !), মেডিক্যাল বিল, পেট্রোল-ডিজেলের অন্যত্র গমন, বাসগৃহ ও অফিস থেকে ফ্যান উধাও হওয়া ইত্যাদি।

১৯৬৯ সালের পর থেকে ফরাক্কা ব্যারেজের কর্ম্মীদের দাবীসচেতনতাই লক্ষ্য করা গিয়েছে বেশী। অনেকের ধারণা যে, প্রমোশনের ব্যাপারে সরকারী নির্দেশনা এখানে সব সময় কার্য্যকরী হয় না। মেরিণ বিভাগের সাম্প্রতিক প্রমোশন-নীতি উল্লেখ্য।

ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের বর্ত্তমান জেনারেল ম্যানেজার শ্রীনীরেন মুখার্জী অবসরপথযাত্রী হলেও যতক্ষণ কাজে রয়েছেন, ফরাক্কার সামগ্রিক স্বার্থে প্রশাসনের সকল রকমের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি লক্ষ্য রাখবেন ব্যক্তিপ্রীতি পরিহার করে—জনগণ তাঁর কাছ থেকে এইটুকু আশা করছেন।

ভাগীরথীবক্ষে এশিয়ার বৃহত্তম সন্তরণ প্রতিযোগিতা

মুর্শিদাবাদ সন্তরণ সংস্থা পরিচালিত ভাগীরথী নদীবক্ষে ৭৪ কিঃ মিঃ সন্তরণ প্রতিযোগিতা ভারতবর্ষের খেলাধুলার জগতে এক যুগান্তকারী অনুষ্ঠান। এই প্রতিযোগিতাকে নদীবক্ষে নিয়মিত সন্তরণ প্রতিযোগিতার মধ্যে বিশ্বের দীর্ঘতম হিসাবে দাবী করা হলে বিশ্বের সংবাদ সংস্থা কর্ত্তৃক ঐ দাবী স্বীকৃতি লাভ করে। আগামী ২৬শে আগষ্ট '৭৩ এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

জঙ্গিপুর সদরঘাট থেকে ভোর ৪-৩০ মিঃ ৭৪ কিঃ মিঃ সন্তরণ প্রতিযোগিতা শুরু হবে আর ১৯ কিঃ মিঃ শুরু হচ্ছে জিয়াগঞ্জ সদরঘাট হ'তে বেলা ১-৩০ মিঃ নাগাদ। দু'টি প্রতিযোগিতায় বহরমপুর গোরাবাজার ঘাটে শেষ হবে। ৭৪ কিঃ মিঃ তে ২০ জন এবং ১৯ কিঃ মিঃ তে ৩৬ জন প্রতিযোগীর যোগদান সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এবার বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যাতে নাম করা সাঁতারুরা এসে অনুষ্ঠানে যোগ দেন তার চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশ থেকেও কয়েকজন সাঁতারু আসছেন।

লালগোলায় পশু চিকিৎসালয় উদ্বোধন

আর, এস, পি-র মিছিলের উপর পুলিশের লাঠি চার্জ্জ

লালগোলা, ১৯শে আগষ্ট—আজ লালগোলায় পশুচিকিৎসালয় উদ্বোধন করতে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, কৃষিমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার ও পশুপালন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসীতারাম মাহাতো। ঐ দিন লালগোলা থানার বিভিন্ন অঞ্চলের তিন শতাধিক মানুষ আর, এস, পি-র নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রীর সম্মুখে, খরা-বন্যা কবলিত দুর্গতদের সাহায্যদান, খাস জমির মালিকানা হতে উচ্ছেদ রহিত, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি প্রতিরোধ, কৃষি মরশুমে চাষীদের সারবীজ দেবার ব্যবস্থাপনার দাবীতে এক মিছিল নিয়ে যাবার পথে পুলিশবাহিনী কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়েও এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে, লালগোলা চিলিং প্ল্যান্টের নিকট অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সি, আর, পি ও পুলিশবাহিনী নিয়ে তাদের উপর নির্ম্মমভাবে লাঠি চার্জ্জ করেন। আর, এস, পি নেতা শিবু সান্যাল, অমল কর্ম্মকার, মোঃ গিয়াসুদ্দিন, গোলাম মর্তুজা, মোহিউদ্দিন, আবদুল লতিফ আহত হন এবং বাদল ভাদুড়ী গ্রেপ্তার হন। সংবাদে প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী নাকি মিছিলকারীদের সঙ্গে দেখা করবেন না বলে জানান হয়।

সরষের তেল গুদামে পচে নষ্ট হচ্ছে

সাগরদীঘি, ২০শে আগষ্ট—স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীহীরালাল ভকতের গুদামে ১২১ টিন বাজেয়াপ্ত সরষের তেল পচে নষ্ট হচ্ছে। ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ এই তেল বাজেয়াপ্ত করেন। বাজেয়াপ্ত ১২১ টিন তেলের সরকার নির্দ্ধারিত মূল্য ১৩,৭৯৪ টাকা। বর্ত্তমান মূল্যবৃদ্ধিজনক পরিস্থিতিতে উক্ত তেল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হবার আগে সরকার ন্যায্যমূল্যে বিক্রীর ব্যবস্থা করলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন।

রমনা ময়দানে

প্রশাসন কর্ত্তৃপক্ষের দুঃশাসন হোমগার্ড বাহিনীর অত্যাচারে অসহায় গ্রামবাসী অতিষ্ঠ

(ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি)

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ই আগষ্ট—না, এ রমনা ময়দান বাংলাদেশের ঐতিহাসিক রমনা ময়দান না এবং এই সংবাদ-কাহিনী সেখানকার পাক-বর্বরতার কাহিনী না, এই কাহিনী এপার বাংলার জঙ্গিপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

'...নীরবে নিভৃতে কাঁদে'

স্থানীয় সদরঘাটের ফেরী মাঝিদের কয়েকজন গত ১৬ই আগষ্ট কতিপয় যুবক কর্তৃক প্রহৃত হওয়ার ঘটনাটি নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। সংবাদে জানা যায় যে, নাথুরাম মাহাতো নামে এক মাঝির ফেরী নৌকা লইয়া উক্ত যুবকেরা নদীবক্ষে ভ্রমণ করিতে থাকিলে উপার্জন বন্ধ হওয়ায় নাথু এবং অপর কিছু মাঝি বচসা শুরু করে এবং তাহাতে তাহারা মার খায়। ঐ দিন সন্ধ্যায় তাহারা প্রতিকারের দাবীতে শহরে আসিলে জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সম্মুখে নাথুর উপর বলপ্রয়োগ করা হয়। পরের দিন মাঝিরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদে সকালের দিকে ফেরী বন্ধ রাখিয়া শহরে আসে। কেহ বা মন্তব্য নিক্ষেপ করেন, 'তোদের গায়ে আর, এস, পি-র গন্ধ উঠছে'। আহত মাঝিদের চিকিৎসার জন্য কয়েকটি টাকা দেওয়া হইলে মাঝিরা তাহা প্রত্যাখ্যান করে।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাঝিদের মনের ক্ষোভ দূর করিবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই, ইহা পরিতাপের বিষয়। আর, এস, পি-র গন্ধ আসার মন্তব্যটি মন্তব্যকারীর ভাবমূর্তিকে মাঝিদের কাছে নিশ্চয়ই উজ্জ্বল করে নাই। যাহারা রাজনৈতিক মতবাদ-অনভিজ্ঞ অথচ বৃহত্তম গণতন্ত্রের পরিপোষক, এইরূপ মন্তব্য তাহাদের কোন্ কাজে লাগিয়াছে? আপন হাতে আইন যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই ভাবিলেন না যে, একের প্রমোদবিহার অন্যের অনাহার আনিয়া দিতে পারে। ইহাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? মাঝিরাও মানুষ; দুই-চারিটি মিষ্ট কথায় তাহারা নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইতে পারিত; ব্যাপারটিও মিটিয়া যাইত। সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আসা আদৌ কঠিন ছিল না এবং যে কোন দিক হইতে এইরূপ করা হইলে মমত্ব-বোধের পরিচয় পাওয়া যাইত। যাহা হউক, তিক্ততা বৃদ্ধি না পাইয়া শান্তি ফিরিয়াছে বলিয়া আমরা আনন্দিত।

সারা বৎসর ধরিয়া যাহারা লগি ঠেলিয়া স্ব স্ব ভাগ্যতরণী চালু রাখিতে নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে, গ্রীষ্মের দাবদাহদগ্ধ, বর্ষার বর্ষণসিক্ত, শীতের হিমজর্জর নাথু-শম্ভু ফেরীমাঝিদের দল সেদিন প্রতিকার চাহিয়াছে; অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হইয়াছে; 'সাগিনা মাহাতো'র প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে—উহারা অভিনন্দনযোগ্য। দেশব্যাপী চরম অন্যায় আর দুর্নীতি সমাজকে ঝাঁঝরা করিয়া ফেলিতেছে। একটি দুইটি নয়, লক্ষ-কোটি 'সাগিনা' প্রতিবাদে দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলুক নাথু-শম্ভু এই শিক্ষাই দিতে থাকুক।

পত্রিকা সম্পাদক লাঞ্ছিত

লালবাগের পাক্ষিক সংবাদপত্র 'রেণেসাঁস'-এর সম্পাদক শ্রীঅধীরকুমার সিংহ আমাদিগকে ১/৮/৭৩ তারিখ যে পত্র পাঠাইয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, গত ৩০শে জুলাই স্থানীয় যুবকংগ্রেস ও ছাত্রপরিষদের সভাপতির নেতৃত্বে কিছু যুবকের হাতে তিনি লাঞ্ছিত হন। ঐ দিন তাহারা সকাল দশটা নাগাদ 'রেণেসাঁস' কার্য্যালয়ে হানা দিয়া শ্রীসিংহকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে এবং তাঁহার উপর বলপ্রয়োগ করে। পুনরায় পত্রিকা প্রকাশ করিলে তাহারা পত্রিকা কার্য্যালয় ও প্রেস পুড়াইয়া দিবার ভয় দেখায়; এমন কি শ্রীসিংহের প্রাণ সংশয় হওয়ার হুমকিও দেখান হয়। 'রেণেসাঁস' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদ তাহাদের মনঃপূত না হওয়ায় অধীরবাবু এইরূপ নিগৃহীত হন যদিও তিনি উক্ত যুবকগণকে নানা-ভাবে শান্ত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন সংবাদপত্রগুলিকে বিরোধীর ভূমিকা গ্রহণের আবেদন জানাইতেছেন, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যখন গ্রামের সমস্যা তুলিয়া ধরিবার জন্য ক্ষুদ্র সংবাদপত্রগুলির মূল্যায়ন করিতেছেন, তখন কিছু স্বদলীয় যুবক সংবাদপত্র কার্য্যালয় আক্রমণ করিয়া সংবাদপত্রের মৌলিক অধিকার তথা গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করিবার অপচেষ্টা চালাইতেছে। আমরা 'রেণেসাঁস' সম্পাদককে সমবেদনা জানাইয়া তাঁহার নির্ভীক সাংবাদিকতাকে অভিনন্দন জানাইতেছি এবং তাঁহার উপর এই অপ্রত্যাশিত নির্য্যাতনের তীব্র নিন্দা করিতেছি। এতবড় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার উদাসীন থাকিবেন না—ইহাই আমরা আশা করিব।

পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

অরঙ্গাবাদ সম্মিলনী

জঙ্গিপুরের সর্ব্বজনপ্রিয় সুযোগ্য মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী দাস মহোদয়ের সভাপতিত্বে অরঙ্গাবাদ সম্মিলনীর অষ্টাদশ বার্ষিক উৎসব গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে সুশৃঙ্খলে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মিলনীর উদ্দেশ্য নিমতিতা, জগতাই, অরঙ্গাবাদ প্রভৃতি গ্রামসমূহের অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত অসহায় বৃদ্ধ প্রভৃতি দরিদ্রনারায়ণগণের কথঞ্চিৎ কষ্ট লাঘব করা ও পল্লী সকলের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা। এই বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সমাগত দরিদ্রনারায়ণগণের ভিতর পাত্র-নির্ব্বিশেষে ১৭৫খানি নববস্ত্র ৭৷৷০ মণ পাকা চাউল ও ১২৲ পয়সা বিতরণ করা হইয়াছে। সম্মিলনী যে মহদুদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি সে উদ্দেশ্য পূর্ণ মাত্রায় সফল হউক। এই সদ্দৃষ্টান্তে প্রত্যেক পল্লীতে আমরা সম্মিলনীর ন্যায় পবিত্র সমিতির প্রতিষ্ঠা দেখিবার আশা করি।

জঙ্গিপুর সংবাদ—২৩/২/১৩২৪ ইং ৬/৬/১৯১৭

ওভারটেকের পরিণামে যাত্রীর প্রাণ যায়

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ই আগষ্ট—আজ বিকেলের দিকে মুরারই ষ্টেশন থেকে যাত্রীবোঝাই হয়ে 'গণপতি' এবং 'জয়মা' বাস দু'টি কিছু দূর এলে পর 'কে আগে যাবে'-এর পাল্লায় পরিণামে প্রথমটি রাস্তার ধারে খাদে পড়ে। অজ্ঞাতনামা এক পথচারী ঘটনাস্থলে মারা যান এবং কয়েকজন আরোহী আহত হন। আহতদের জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। বাস চালককে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে প্রকাশ।

ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছ থেকে জানা গেল, বাসের আগে পড়ে যাওয়ার রেষারেষি একটা দৈনন্দিন ঘটনা। আর,টি,এ'র কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের অনুরোধ, এই সর্ব্বনাশা খেলা যেন অচিরেই বন্ধ করা হয়।

প্রাথমিক পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ

১৯৭২ সালের প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় জঙ্গিপুর মহকুমা থেকে চারজন পরীক্ষার্থী বৃত্তি লাভ করেছে :—

১। পীযূষ কুণ্ডু, (অরঙ্গাবাদ এইচ, এস প্রাঃ বিদ্যালয়), ২। অশোককুমার সরকার (নিমতিতা গার্লস প্রাঃ বিদ্যালয়), ৩। চঞ্চলা দাস (কাঞ্চনতলা হরিসভা প্রাঃ বিদ্যালয়), ৪। রোকিয়া খাতুন (ইসলামপুর প্রাঃ বিদ্যালয়)।

রিক্সা প্যাডলারদের বিক্ষোভ মিছিল

২০শে আগষ্ট জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ রিক্সা প্যাডলার ইউনিয়নের নেতৃত্বে প্রায় সাত শত রিক্সা প্যাডলার জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের কাছে ও চেয়ারম্যানের কাছে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। রিক্সা প্যাডলারদের দাবী ছিল—ভাড়া বৃদ্ধি, জিনিসপত্রের দাম কমানো, বেকারদের কাজের ব্যবস্থা ইত্যাদি। মিছিলে নেতৃত্ব করেন ইউনিয়নের সম্পাদক সর্ব্বশ্রী শ্রীতিনকড়ি সরকার, বুলন সেখ, জাগ্রত রায়, পশুপতি চক্রবর্ত্তী, বাচ্চু সেন প্রমুখ। মহকুমা-শাসক ও জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান উভয়েই রিক্সা প্যাডলারদের দাবীর প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে প্রতিকারের আশ্বাস দেন।

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—**সদরঘাট** *

ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস,

ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

যাঁরা তাম্রপত্র পেলেন না

(৪) অবনীভূষণ বসু দাস

অবনীবাবুদের আদি বাসস্থান ছিল পূর্ববাংলার বহর গ্রামে। তাঁর পিতা এল, এম, এফ পাশ করে পশ্চিমবাংলার নিমতিতার জমিদারের গৃহচিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত হন। সেখানে বাংলা ১২৯৬ সালে অবনীভূষণের জন্ম হয়। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবক দলে ভর্ত্তি হন। কুমিল্লা কলেজে পড়ার সময় তিনি অনুশীলন সমিতির সভ্য হন এবং হরিপুরে জমিদার বাড়াতে ডাকাতির মামলায় ফেরার হন। ঐ দিন তাঁরা প্রায় ৪০ হাজার টাকা লুঠ করেন এবং সেই অর্থ দেশের কাজে বিনিয়োগ করেন। পুলিশ অনেক পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং নির্যাতন করে। হবিগঞ্জ সিলেটের রায় সাহেব সুরেন্দ্রনাথ সেনের আনুকূল্যে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯২১ সালে তিনি স্বগৃহে অন্তরীণ হন। সেই সময় তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সামসেরগঞ্জ শাখার সভাপতি এবং নিমতিতা মণ্ডল কমিটির (কংগ্রেস) সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময়ই তাঁর যাবতীয় আসবাবপত্রসহ আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। গৃহে অন্তরীণ থাকাকালীন তাঁকে প্রতি ১৫ দিন অন্তর থানায় হাজিরা দিতে হত। পরে নিমতিতার জমিদার গোপনে তাঁকে আসামে এক আত্মীয়ের বাড়ী পাঠিয়ে দেন।

অবনীবাবু বর্তমানে নিমতিতায় থাকেন, বয়স ৮৪ বৎসর। শাসকষ্টে ভুগছেন, বেশী কথা বলা নিষেধ। গত বৎসর ভারত সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনসন এবং তাম্রপত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত নেবার পর রাজ্যের অর্থদপ্তর থেকে ১৯৮৫২/এফ, পি, এস, তাং কলিকাতা ১০।১।৭৩ নং চিঠির নির্দ্দেশমত তিনি এফিডেফিট পাঠান। গত ১৯শে মে-র ৬৮৩৩/এ ফ, পি, এস নং চিঠিতে ঐ দপ্তর থেকে তাঁকে জানানো হয় যে, পুলিশী অনুসন্ধানে তাঁর সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। পুনরায় প্রাক্তন এবং বর্ত্তমান এম, এল, এ-র প্রসংশাপত্রসহ তাঁকে আবেদন করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দ্দেশমত তিনি দরখাস্ত পাঠিয়েছেন।

টি, এ, বিল ভুয়া ?

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সাগরদীঘি, ২০শে আগষ্ট—পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের দুইজন কর্ম্মচারী টুরে না গিয়েও মার্চ্চ এবং এপ্রিল মাসের টি, এ বিল (বিল নং ২০ এবং ২১ তারিখ ৩০।৫।৭৩) করে ফাঁপড়ে পড়েছেন। অফিসে বসে কাজ করেও বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণ দেখিয়ে ঐ বিল দরুণ ৪৯-০০ টাকা এবং ৩২ টাকা দাবী করা হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ রামমোহন মণ্ডল উক্ত কর্ম্মচারী দু'জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

আমাদের বাঁচান

মির্জাপুর, ১৪ই আগষ্ট—পর পর দু'বছর অজন্মার পর এবার চাষাবাদের খবর মোটামুটি ভালোই। বৃষ্টিও হয়েছে, মাঠে ধান পৌতার কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভাদুই কাটাও প্রায় সারা। তাই নানা কারণে গ্রামবাসীদের আশা ছিল যে এবার তাদের মুখে হাসি ফুটবে। কিন্তু যাঁরা আসল কলকাঠিটি নাড়ছেন তাঁদের হাত থেকে রেহাই কই? ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে বৃষ্টি নামল ঠিকই কিন্তু তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মূল্যবৃদ্ধির ঢেউও এসে পৌছাল গ্রামবাংলার বুকে।

মূল্যবৃদ্ধির চাপে গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবার মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারছেন না কিছুতেই। সরষের তেল আট টাকা, ডালডা উধাও, যেটুকু মিলছে তাও দশ টাকার উপর। নতুন ভাদুই ধানের লাল মোটা চাল দু'টাকা, পুরোনোটা দু'টাকা চল্লিশ, ডাল আড়াই টাকা, আটা এক টাকা আশি। শাকসব্জির একই অবস্থা। চাষী-মজুরের প্রাণ বাঁচাতে প্রাণান্ত। গরীব চাষী ইয়াসীন বললে, "একবেলা ময়দা গুলে খেছি বাবু।" শীর্ণ শরীরটা দেখে কথা বিশ্বাস করতেই হ'ল। দুর্ভিক্ষের আর দেরী কই? শুধু মির্জাপুর অঞ্চলেই নয় সমগ্র জঙ্গিপুর মহকুমার এই একই ছবি, কোনরকমে শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই, সকলেরই এক আবেদন—"আমাদের বাঁচান।"

কলকাতা থেকে বাহাগলপুর কত দুর ?

বাহাগলপুর, ২০শে আগষ্ট—সম্প্রতি কলকাতা থেকে বাহাগলপুর প্রায় তিনশো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে একটি চিঠির আসতে সময় লেগেছে মাত্র চার মাস কুড়ি দিন। ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের তৎপরতায় এটি সম্ভব হয়েছে। জানা গেল যে, ৩৩২১ নং এই চিঠিটি বাহাগলপুর গ্রামের চিকিৎসক ডাঃ মৃণাল দাশগুপ্তকে লিখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সহ-সচিব শ্রীবি, বসু রাজভবন থেকে গত ১৩।২।৭৩ তারিখে। ঐ চিঠিতে ডাঃ দাশগুপ্তকে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে গত ৩রা মার্চ্চ দেখা করার নির্দ্দেশ দেওয়া ছিল বিশেষ প্রয়োজনে। কিন্তু ডাক-বিভাগের ভূমিকায় তা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি।

ভ্রম সংশোধন

গত ৮ই আগষ্ট জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত "সাগরদীঘি বিদ্যালয়ে" শীর্ষক সংবাদে প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীফণিভূষণ ব্যানার্জীর স্থলে বর্ত্তমান পরিচালক মণ্ডলীর সহ-সভাপতি শ্রীফণিভূষণ ব্যানার্জী হবে এবং "ছয় মাসের হিসাব দেখান"-এর পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র ছয় মাসের আয়ের হিসাব দেখান হবে।

—সঃ জঃ সঃ

কর্ম্মচারীদের অনুপস্থিতিতে সুতী ব্লকের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে

বাহাগলপুর—সুতী ২নং ব্লকে কোন বি, ডি, ও না থাকায় অন্যান্য কর্ম্মচারী কাজে অবহেলা করছেন। তাঁরা সময়মত অফিসে উপস্থিত থাকছেন না বলে জনসাধারণের দুর্ভোগ বাড়ছে। অনেককে হয়রান হতে হচ্ছে, ব্লকের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। এই গ্রামের গ্রন্থাগার এবং নৈশ বয়স্ক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে চার পাঁচ দিন ধর্ণা দিয়েও অফিসের এ, ই, ও-র দেখা পাওয়া যায়নি। অবিলম্বে এই অফিসে বি, ডি, ও নিয়োগ একান্ত অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে। অন্যথায় এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের হয়রানি বাড়বে বই কমবে না।

বজ্রাঘাতে মহিলার মৃত্যু

সাগরদীঘি, ১৪ই আগষ্ট—গতকাল বিকেলে এই থানার হলদী গ্রামে জনৈকা বিবাহিতা মহিলা বজ্রাঘাতে মারা গিয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে ঘুঁটের আগুন নিয়ে আসার পথে বৃষ্টির জন্য একটি তেঁতুল গাছতলায় তিনি আশ্রয় নেন। পরক্ষণেই ঐ গাছে বজ্রাঘাতের ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

রহস্যজনক মৃত্যু

ফরাক্কা-ব্যারেজ—গত সপ্তাহে এখানে বিন্দুগ্রামের এক লিচু গাছে কাঁচা পাটের দড়ি গলায় এক মৃতদেহকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য তো বটেই রহস্যেরও সৃষ্টি হয়েছিল এবং একই অবস্থা এখনো বিরাজমান। পুলিশের প্রাথমিক সংবাদ—অজ্ঞাত কুলশীল মৃত ব্যক্তি বাঙ্গালী, মৃত্যু রহস্য অনুদ্ঘাটিত। পরের খবর—মৃতের নাম অবনী সেন, পেশায় সূত্রধর। বাস মহাদেবনগর, চাষ ঈশোরে (বারহারোয়া থানা) ঘটনা—মাঝে মধ্যে সে মহাদেবনগর-ঈশোর যাতায়াত করতো। কিন্তু, মাঝপথে তার এই অন্তিম দশা এখনো রহস্যের মধ্যে। লাশ পরীক্ষার রিপোর্ট না পেলে সন্দেহাতীতভাবে কিছু বলা শক্ত।

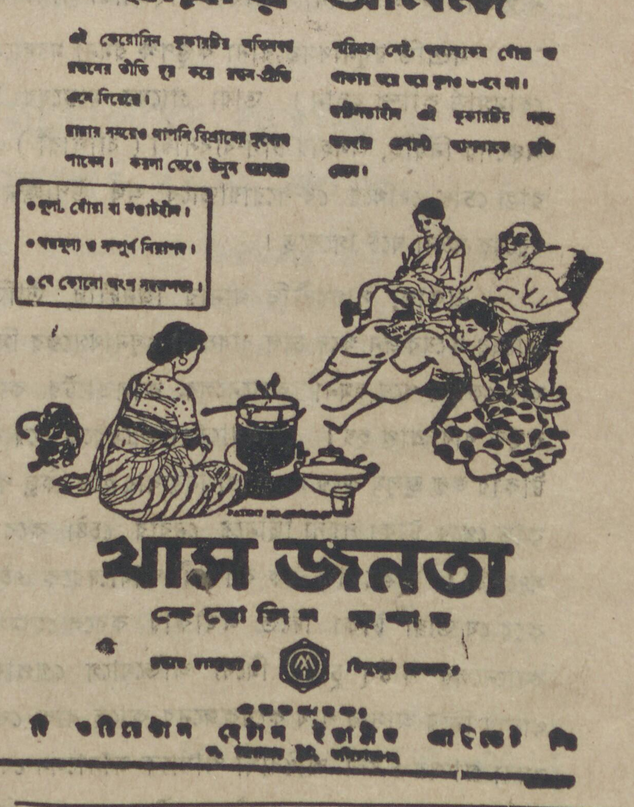

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

নৌকা ডুবি

অরঙ্গাবাদ, ১৯শে আগষ্ট—গতকাল গঙ্গায় এক নৌকা ডুবিতে দু'জন যাত্রী প্রাণ হারায়। প্রকাশ, একটি ডিঙ্গিতে আঠার জন চাষী দিয়াড় থেকে ধান কেটে ঘরে ফিরছিল। হঠাৎ ডিঙ্গিটি মাঝ গঙ্গায় ডুবে যায়। ষোলজন যাত্রী কোন রকমে প্রাণ বাঁচায়, বাকী দু'জনের বহু চেষ্টা করেও কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন—এখানে সেখানে

প্রভাতফেরী, সরকারী-বেসরকারী সংস্থায় পতাকা উত্তোলন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের ফল বিতরণ, 'বিজয় সরস্বতী' নামে একটি ক্লাবের উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে সাগরদীঘিতে ২৬তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়।

* * *

মির্জাপুরের খবর—প্রভাতফেরী, পতাকা উত্তোলন ছাড়াও বিকেলে কংগ্রেসের ডাকে এক মহতী জনসভায় ভাষণ দেন সর্ব্বশ্রী রবীন্দ্রকুমার পণ্ডিত, অনুপ ঘোষাল, সমর ঘোষ, সন্তোষ সরকার প্রমুখ।

* * *

অরঙ্গাবাদ এম, বি, এম কোং এর অফিসে সকাল দশটায় এক সভায় ঐ অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামী (তাম্রপত্র প্রাপ্ত) সর্ব্বশ্রী সরলকুমার গুহ এবং ভবানীশংকর পালকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। বিকেল পাঁচটায় ঋষি অরবিন্দের জন্মতিথি পালন উপলক্ষ্যে অরবিন্দ ষ্টাডি সার্কেলের একটি শাখা এখানে খোলা হয়।

শিশু মিছিল—আমাদের অরঙ্গাবাদস্থিত সংবাদদাতা আরও জানাচ্ছেন যে, গত ১৫ই আগষ্ট সকালে এক শতাধিক বিবস্ত্র-কঙ্কালসার শিশুর মিছিল শহরবাসীদের অবাক করে দিয়ে খাদ্য-বস্ত্র-শিক্ষার দাবীতে সারা শহর পরিক্রমা করে।

১ম পৃষ্ঠার পর [রমনা ময়দানে]

এবং সাগরদীঘি থানার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত রমনা গ্রামের সবুজ ময়দানে মেঠো মানুষদের উপর হোমগার্ড বাহিনীর হিটলারী শাসনের।

সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ থানা কর্ত্তৃপক্ষ রমনা ময়দানে গ্রাম রক্ষার জন্য একটি হোমগার্ড ক্যাম্প বসান। তারা গ্রামের মানুষের নিরাপত্তার অজুহাতে ঐ অঞ্চলের নিরীহ, অসহায় চাল-ব্যবসায়ী (ব্যাপারী) এবং পথচারীদের আইনের রাঙা চোখ দেখিয়ে বে-পরোয়াভাবে অর্থ উপার্জ্জন করছে। সম্প্রতি এই ধরণের ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

প্রকাশ, সাগরদীঘি থানার জিনদীঘি, তাঁতিবিড়ল, আথুয়া ইত্যাদি গ্রামের কয়েকজন ক্ষুদে চাল ব্যবসায়ী রঘুনাথগঞ্জের মিঞাপুরে চাল বিক্রী করে ঘরে ফেরার পথে রমনা ক্যানেলের কালভার্টের কাছে কয়েকজন হোমগার্ড কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। হোমগার্ডেরা তাদেরকে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং টাকার জন্য জুলুম করে। তারা নিরুপায় হয়ে কিছু পয়সা দিতে গেলে তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে এই দুঃশাসন বাহিনীর সদস্যেরা। ভুক্তভোগী এক ব্যাপারী আমাদেরকে এই তথ্য জানিয়ে অভিযোগ করে যে তারা টাকা দিতে অস্বীকার করলে হোমগার্ডের সদস্যেরা তাদেরকে ক্যানেলের পার্টস্ চুরির মিথ্যে অভিযোগে গ্রেপ্তার করে এবং রঘুনাথগঞ্জ থানায় নিয়ে আসার পথে কয়েকজনের কাছে বাধা পেয়ে ছেড়ে দিতে বাধ্যহয়। রমনা গ্রামের ১ জন অধিবাসী আমাকে জানালেন যে, এই সমস্ত দুঃশাসনদের শ্যেন দৃষ্টি ক্ষুদে চাল ব্যবসায়ীদের উপর সব সময় নিবদ্ধ থাকে। রঘুনাথগঞ্জ থানার ও, সি-র ঐ অঞ্চলে কোন 'সোর্স' নাই বলে তিনি হয়তো এ সব খবর রাখেন না! কিন্তু একটু কষ্ট স্বীকার করে সরজমিনে তদন্ত চালালেই তিনি তাঁর গুণধর দুঃশাসন বাহিনীর অনেক গুণের খবর জানতে পারবেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩

১৩/৭২ অন্য ডিঃ নসেদ আলী সেখ দিং দেঃ রহিমবক্স বিশ্বাস দাবি ৯৮·০৭ থানা সুতী মৌজে বালিয়াঘাটী ৪৮ শতক হারাহারি জমা ১·৫০ আঃ ৫০৲ থং নং ২৪৪ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

১৮/৭২ মনি ডিঃ কানাইলাল রায় দেঃ মুনতাজ সেখ দাবি ৩০৫·৩২ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বড়শিমুল ১৫ শতক হারাহারি জমা ৵০ আঃ ৫০৲ থং নং ৪৭৮ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

২৬/৭২ স্বত্ব ডিঃ শ্রীপতি ওরফে পতিত মণ্ডল দেঃ সতীশ মণ্ডল দাবি ১৪৩·৭৮ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রমাকান্তপুর ১-২৭ শতক মধ্যে দেন্দারের ½ অংশ আঃ ১৪০৲ থং নং ৯৭ রায়তী স্বত্ব।

বাস্তু জমি বিক্রয়

পুরাতন হাসপাতালের পিছনে সদর রাস্তার উপর চারিদিক খোলা ৩ বিঘা ১৫ কাঠা উঁচু জমি একত্রে বা ক্ষুদ্র প্লটে বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় (মনিবাবু)
রঘুনাথগঞ্জ

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের মধ্যে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

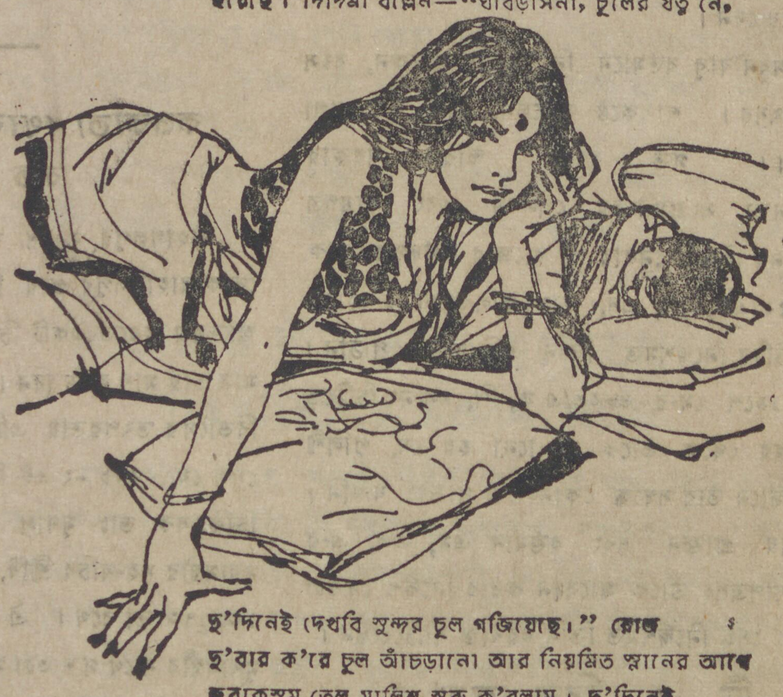

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত